আ. লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তে রাজনৈতিক দলকে চিঠি



চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য সংগ্রহ ও তদন্তে দেশজুড়ে গণশুনানির উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন। এ কার্যক্রমে অংশ নিতে সব রাজনৈতিক দলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি জানান, প্রতি সপ্তাহে দেশের একটি জেলায় গণশুনানি হবে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সমন্বয়ে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সব রাজনৈতিক দল এবং নির্যাতিত দল ও সংগঠন অংশ নিতে পারবে। এ বিষয়ে সরকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

আমিনুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, মন্ত্রণালয়, নির্যাতিত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং আহত-নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। গণশুনানিতে গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য নেওয়া হবে। মামলা থাকলে নথিপত্র পর্যালোচনা করা হবে, আর মামলা না থাকলে ভুক্তভোগী পরিবারকে শনাক্ত করা হবে। ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য অপরাধের তথ্য পাওয়া গেলে তদন্ত করে বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রথম গণশুনানি যশোরে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ২৬ নভেম্বর কর্মসূচি শুরুর কথা থাকলেও ২৮ নভেম্বর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন থাকায় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্য জেলা থেকে কার্যক্রম শুরু হবে। তবে আগামী সপ্তাহ থেকেই কোনো না কোনো জেলায় গণশুনানি হবে।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ক্রসফায়ার, গুম, বলপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অসংখ্য অভিযোগ ও মামলা রয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী পরিবার মামলা করেনি। এসব ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতেই এ উদ্যোগ।

গণশুনানির আইনগত বৈধতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থার তদন্ত এবং অভিযোগ দাখিলের ক্ষমতা রয়েছে। তাই এ কর্মসূচির আইনগত ভিত্তি রয়েছে।